

অবশেষে মিজ্ হাসেমের ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হলাম আমি!

জাফর উল্লাহ

মিজ্ হাসেম তড়িঘড়ি করে আমার লিখার জবাব দিলেন ভিন্নমতে; তবে লেখাতে তার ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রাধান্য ছিল মাত্রাধিক! তার লেখাটিকে “লেখা” না বলে কুৎসা গাওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারে নিঃসন্দেহে! পাঠকরাই না হয় একটু খতিয়ে দেখুন তার লেখার ভাষা।

আমি দেশে থাকাকালীন পেটের ধাঁন্দায় কি বিষয়ে লেখাপড়া করেছিলাম সেটাই ছিল তার বলার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি ১৯৬৯ সনে দেশের মিলিটারী আইনের পুনরব্যবহার দেখে ২১ বছরের মাথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর গবেষণা ও লেখাপড়ায় মন দিই। বয়স কম হবার দরুন নুতন করে লিখাপড়া করি জীব-রসায়ণ ও আণবিক জীব-বিদ্যায়। ময়মনসিংহে ১৯৬২-৬৭ সন আমাকে শিখিয়েছে কি ভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সেখানে সদ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফেরৎ আসা এক প্রফেসর (ডঃ আশরাফুল হক) উদ্ভিদ বিদ্যা পড়ানোকালীন আমার মনকে ভীষণ ভাবে ক্যামিক্যাল জেনেটিক্স এর দিকে ঠেলে দেয়।

তাই ১৯৬৮-৬৮ সন আমি অতিবাহিত করি ঢাকার আনবিক শক্তি কেন্দ্রের গবেষণাগারে (বাঙ্গলা একাদেমির পার্শ্বে যে সুরম্য ভবনটি সেখানে)। একাদেমীর লাইব্রেরীটি ছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তাই সেখানে বসে চৈত্রের নিদাঘে সময় কাটাতাম “নেচার”, “সায়েন্স”, “জেনেটিক্স” আর অন্যান্য জার্নাল পড়ে। তাই সে সময় ঢাকায় বসে যতটুকুই লেখাপড়া করেছিলাম তা কারিকুলামের বহির্ভূত। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এসে ৪ থেকে ৫ বছরের মাঝেই ডক্টরেট ডিগ্রি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি ডিগ্রিটা হলো একরকমের ইউনিয়ন কার্ড — যেটা ছাড়া চাকুরীর বাজারে হন্যে হয়ে চাকুরী খুঁজা যাবে না। নিতান্ত ছাঁ-পোষা মানুষ তো আমি, তাই দশজনার মত আমাকেও একটা চাকুরী জোগাড় করতে হলো জ্ঞানের অন্বেষণের কারণে। তাও আবার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে স্টোনিব্রক্কে।

তখন আমি অবিবাহিত ছিলাম; তাই সন্ধ্যার পর লাইব্রেরীতে এসে উপনিষদ আর রামকৃষ্ণ মিশন দিল্লী হতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখা আর অনেক দর্শন শাস্ত্রীয়মূলক বই পড়েছিলাম যা ভারতের প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্পাদনা করেছিলেন। সে সময়টায় আমি রাতে সময় পেয়েছিলাম বলে ইংরেজী সাহিত্যের দিকেও ঝুঁকে পড়ি। সাউন্ড-বীচে যে বাসায় থাকতাম সেখানে ছিল আরেকজন শিক্ষক যার পান্ডিত্য ছিল লিংগুইস্টিক্সে। তিনি ছিলেন মনট্রিওলবাসী ক্যানাডিয়ান এবং এখন তিনি একজন অত্যন্ত নামী লোক আমেরিকার ভাষাতত্ত্ব শাখায়। আমার বড় ছেলে (২৫ বছর বয়সের) যে এখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকো-লিংগুইস্টিক্স এ ডক্টরেট করছে সে বিশ্বাসই করতে পারে না যে আমি এই স্কলারের সাথে ৩টি বছর কাটিয়েছি এক বাসায়। ডঃ মার্ক আরানোফ্ মাত্র কিছুদিন আগে ইয়েলে গিয়েছিলেন এক সেমিনার দিতে। সেমিনার শেষে ডিপার্টমেন্ট তাঁকে এক রেষ্টোরায়ে নিয়ে যায় তাঁর সন্মানার্থে। সেখানে আমার বন্ধু আমার বড় ছেলেকে আমার ১৯৭৪-৭৭ সনের নানান অভিজ্ঞতার কথো বলেছে। সে সময় আমি মার্কের সাথে হিউম্যানিটিস বিভাগের নানান সেমিনার, ও বিভাগীয় পার্টিতে যেতাম জ্ঞানীগুণি শিক্ষকদের সাথে মতামত আদান-প্রদান করার জন্য।

মিজ্ হাসেমের ধারণা এই যে সম্যক জ্ঞান কেবল ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে হয়ে যায়! আমার তো সত্যিকারের জ্ঞানলাভ শুরু হয়েছে ১৯৭৪ সনে ডক্টরেট করার পর। আর তা থেকে অব্যাহতি পেলাম

মিজ্ হাসেম আমার লিখালিখির ব্যাপারেও বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি যে আমি যে সব হজবরল আধুনা লিখছি সে গুলো বিশ্বের নানান দেশে সিন্ডিকেটেড ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কাগজে লিখা সংবাদপত্রে। যদি তিনি মনে করেন যে সব বানিয়ে বানিয়ে লিখছি তা হলে গুপ্তে গিয়ে ইংরেজীতে “জাফর উল্লাহ” নাম দিয়ে খোঁজ করেন। আমার লেখার ১০-২০% তাতে উঠতে পারে। আর তার সংখ্যাই হচ্ছে পাচ শ’রও বেশী। আমার জানামতে গত আট বছরে নানান ফোরাম ও সংবাদ পত্রে আমি দু’হাজারেরও বেশী লিখা লিখেছি তবে বেশীর ভাগই যুগোপযোগী লেখা তাও আবার দু’তিন পাতার বেশী তা নয়। মিজ্ হাসেম যদি আমার লেখায় যে সব তথ্যগত ভুল-ভাল আছে সে’গুলো আমাকে জানিয়ে দিন তা’হলে আমি চিরবাধিত হব। তবে ব্যাখ্যার ব্যাপারে নয়, তথ্যগত কোন ভুল থাকলে তাই কেবল জানাবেন।

আর ভবিষ্যৎ এ কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করবেন না এই বলে যে ওমূকের জ্ঞান নেই এক বিন্দু। আর ওমূক ইংরেজী ভাষার দিগ্গজ! মার্ক্সের দেয়া জ্ঞানের বাইরেও যে জ্ঞানের আরো একটা মস্তবড় জগৎ আছে তা হয় তো তার “ব্লাইন্ড-স্পটে” এটে বসে আছে। তাই তো তিনি আমাদের কথার কোন আমলই দেন না! সারা পৃথিবী হতে যখন “রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ” কে ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো তখন মিজ্ হাসেম আসলেন আমাদেরকে সবক (ফারসী শব্দ ব্যবহার করলাম ইচ্ছে করেই!) দিতে আর এও বললেন যে আমরা সৰ্ব্বাই নাকি “মার্ক্সবাদ” আর “রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ” এই দুই কে এক করে ফেলেছি। কিন্তু তার মত এত দূরদর্শী আর জ্ঞানী পন্ডিত এই টুকুই বুঝতে পারলেন না যে যেখানে “রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ” অচল বলে প্রতিপন্ন হলো তখন আসল “মার্ক্সবাদ” এর আর কি বাকী থাকলো? পৃথিবীতে যদি নিউটনিয়ান পদার্থ বিদ্যা অসত্য বলে প্রমাণিত হত তা হলে নিউটনের সূত্রগুলোর কি হবে? ধোপের মুখে তা কি টিকে থাকতে পারবে? মোটেই নয়! সে রকম ভাবে “রাজনৈতিক মার্ক্সবাদ” যদি অচল বলে প্রমাণিত হয় — তা’ হলে মার্ক্সবাদ কি ভাবে সত্য বলে এই ধরায় সগর্বে টিকে থাকতে সক্ষম হবে?

মিজ্ হাসেম এদিন মার্ক্সবাদ নামে যে ওহিফেন গিলে খেয়ে বসে ছিলেন সেটির নেশা বা খোয়ারী থেকে জেঁগে উঠতে পারছেন কই? সে’ জন্য সব কিছু ‘ন্যাজেগোবরে’ করে নানান ই-ফোরামের চায়ের কাপে ঝড় তুলছেন! আমার অনুরোধ এই যে — মেলা হয়েছে চাঁচামেচি; আর নয়। ক্ষান্ত দিন এসব থেকে। কিছু লেখার থাকলে তা লিখুন তবে যে ‘ইজম’ যমের দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছে, তার ভাংগা রেকর্ডের গান আমাদের আর দয়াকরে শোনাবেন না। কানে বড় বাজে! আর সেই সাথে ব্যক্তিগত আক্রমণ-মূলক লিখা আর লখবেন না। যদি ডারউইনবাদ নিয়ে তর্ক করতে চান, তা’হলে তাতে রাজী আছি আর ‘ভাবাবাদ’ বা ‘আইডিয়ালিজম’ নিয়ে যদি বতর্কের সৃষ্টি করেন তাতেও আপত্তি করবো না আমি। তবে ‘পার্সোনাল এট্যাক’ থেকে যেন বিরত থাকুন। এমনটিই কামনা করবো এখন থেকে।